IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Humanism of Hasan Azizul Huq

Md. Shihab Uddin

PhD Fellow, IBS, RU

Abstract: Humanism is a human centred doctrine. Where, there is no division and discrimination between man to man. The historical materialist Hasan has placed man in his thinking lavel and has focused man into all centered point. He seeks good and bad aspects of man in this visible world. He has sought for liberty of all the oppressed and deprived people of this world. He speeks for freedom of man. He deos not believe divine power either to lead human life or necessary for human life. He sings for pure love of humanity. He opines that there is no blessings in charity and kindness in human welfare. Real welfare lies in giving his due rights. He thinks that it is not possible in wishing welfare. Therefore, revolution is a must.

ভূমিকা

জগত ও জীবনের সকল সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের যৌক্তিক চেষ্টাকে দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দার্শনিক সমস্যাসমূহকে মূলত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, তা হলো জগত সম্পর্কীয় সমস্যা ও জীবন সম্পর্কীয় সমস্যা। জগত সম্পর্কীয় সমস্যা জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে পক্ষান্তরে জীবন সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে যে দর্শন আলোচনা করে সেই দর্শনকে মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মানবতাবাদী চিন্তা সর্বকালে ও সর্বদেশে যে দুইটি প্রধান ধারা অনুসরণ করে চলে তাহলো: ইহলৌকিক মানবতাবাদী ধারা ও পারলৌকিক মানবতাবাদী ধারা। মূলত জড়বাদী চিন্তা থেকে ইহজাগতিক মানবতাবাদের উদ্ভব হয়েছে এবং ভাববাদী চিন্তা-চেতনা থেকে পারলৌকিক মানবতাবাদের প্রসার লাভ করেছে। উৎস যাই হোক না কেন, উভয় মানবতাবাদী চিন্তাধারায় মানুষকে করা হয় কেন্দ্রবিন্দু এবং মানবকল্যাণ সাধনেই নিয়োজিত থাকেন একজন মানবতাবাদী।

মানুষের পক্ষে অবস্থান

হাসান আজিজুল হক লেখক হিশেবে সব সময় মানুষের পক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। এই মানুষ বলতে সার্বিক ও বিশেষ উভয় প্রকার মানুষকে বুঝিয়েছেন। তিনি যখন সমস্যার কথা বলেন তখন বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ সমস্যার কথা বলেন। এত করে ব্যক্তির সমস্যাটা সঠিকভাবে চিত্রিত করা যায়। আবার কখনো তিনি মানুষ বলতে সার্বিক মানুষকে বুঝান। এই মানুষ কোনো বিশেষ দেশের বা কালের মানুষ নয়, বরং বিশ্বের সকল নিপীড়িত মানুষের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। যাদেও মুক্তির কথা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ কষ্ট পেলে কষ্ট, আর রাঢ়ের মানুষ কষ্ট পেলে কষ্ট নয়–তাতো নয়। লেখকের কাছে হিসেবটা একই। মানবেতর জীবনের ছবিটা 'তৃষ্ণা' গল্পে এভাবে এসেছে। ছেলেটির খিদেটা একটা প্রতীকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এদেশের নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষের প্রকাণ্ড খিদেটা তিনি ঐ গল্পে ব্যবহার করেছেন ক্ষুধার্ত ছেলেটার মধ্য দিয়ে।"[১] হাসান আজিজুল হক বাল্যকালে তাঁর সমাজের যে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দেখেছেন সেসব ঘটনাগুলি তিনি তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন। এসব করেছেন তিনি মূলত সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। হাসান আজিজুল হক একাজ সুনিদিষ্ট দায়িত্ববোধ নিয়েই করেছেন। সেটি করতে গিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে তোয়াক্কা করেননি। তিনি বলেন, "যদি অবস্থানের কথা বল, তা হলে বলা যেতে পারে, এই যাদের তুমি শোষিত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বলছ, তাদের দিকেই আমার অবস্থান। এই অবস্থান না নিলে ভিন্নতর কোনো অবস্থান থেকে ভালো লেখা সম্ভব নয়।"[২]

হাসান আজিজুল হক সাধারণ মানুষের পক্ষে অবস্থান নিলেও তাঁর লেখা সরাসরি সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ এদেশের সাধরণ মানুষ তাঁর লেখার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম নন। আর সাধারণ মানুষ পঠন-পাঠনের মধ্যে অভ্যস্ত নয়। এপ্রসঙ্গে হাসান বলেন, "এদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের অক্ষর জ্ঞান নেই। আর আমার যেটুকু কাজ তা ঐ অক্ষরের মাধ্যমে, শব্দের মাধ্যমে। কাজেই এটা তাদের কাছে পৌঁছাবে না তা আমার জানাই আছে। এ সত্য জানতে পেরে বুঝতে পেরে আমার নিজের কাজ যে আমার কাছে নিরর্থক মনে হয় তা কিন্তু নয়। জনগণের জন্য আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত হবেন আমার লেখা সেখানে কিছু কাজে আসতে পারে।"[৩]

তিনি বলেন, ৯৫ ভাগ মানুষ যেখানে সাংঘাতিক নিপীড়নের মধ্যে থাকে, সেখানে পুরো সমাজটাই অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত। বাকি ৫ ভাগও কিন্তু সুস্থ নয়। অর্থাৎ পুরো সমাজটাই ব্যাধিগ্রস্ত। কাজেই ৯৫ ভাগ মানুষের জন্য সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ার অর্থই হচ্ছে আমার নিজের জন্যও কাজ করা । ১০০ ভাগের জন্যই তাহলে সেখানে কাজ করা হচ্ছে। এই কাজে যাঁরা ব্রতী হতে চান আমার লেখা যদি কিছুমাত্র কাজে আসে তাহলেই ভাববো কাজটা করা হলো আরকি।[৪]

হাসান আজিজুল হকের এই চিন্তাধারার সাথে অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অস্তিত্ববাদীদের মতে, মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্য ও তার প্রত্যেক কর্মের জন্য দায়ী, কারণ প্রত্যেক মানুষের সাধারণ সত্তার ওপর বিশিষ্ট সত্তা আছে। এই বিশিষ্ট সত্তা মানুষকে তার নিজের অবস্থানে সংস্থাপিত করে এবং নিজের অস্তিত্বের সমগ্র দায়িত্ব নিজের ওপরেই অর্পণ করে। আমরা যখন বলি, মানুষ তার নিজের জন্য দায়ী, তখন আমরা একথা বলি না যে সে শুধু তার নিজের জন্যই দায়ী; বরং আমরা বলি সে সমগ্র মানবজাতির জন্য দায়ী। এখানে মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আসলে সে সমগ্র মানব জাতির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, কারণ মানুষ কখনো মন্দটা পছন্দ করে সিদ্ধান্ত নেয় না, অপেক্ষাকৃত ভালো বস্তু পছন্দ করে কিংবা ভালো ফল চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং সেই 'ভালো' টা সকলের জন্যই ভালো। এপ্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক বলেন,"সমগ্র জীবনকে যাপনযোগ্য করতে চাই। তার মানে শুধু আমার জীবন নয়, মানব জীবন। দেশ-কালে-সমাজে- শ্রেণিতে-ধনে-সম্পদে-দারিদ্রে-শোষণে আবদ্ধ মানব জীবন। সবাইকে মুক্ত করতে না পারলে নিজে মুক্ত হয়ে লাভ নেই। অন্যের পরাধীনতা আমার নিজের মুক্তিকেও আবদ্ধ করে তুলবে। সেই জন্য আমি সব মানুষের জন্য মুক্ত জীবন চাই।"[৫]

হাসানের মানব প্রেম বৈষ্ণব প্রেম নয়

হাসান আজিজুল হক মানুষে মানুষে প্রেমের কথা বলেছেন। তবে তিনি প্রেম বলতে নড়নাড়ীর মধ্যে জৈবিক প্রেম বা মানবসত্তার সাথে পরম সত্তার মিলন বা এমন কোনো আধ্যাত্মিক সত্তার সাথে প্রেমের কথা বলেননি। তিনি লালন বা বৈষ্ণব প্রেমের দ্বারাও প্রভাবিত হননি। বরং তিনি প্রেম বলতে ম্যরের মতো মানুষে মানুষে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যেমন তরুণ তরুণীর বা যুবক যুবতীর যৌন প্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, আর প্রেমটাকে একটা বৈষ্ণব প্রেমে নিয়ে যাওয়া আমি ঠিক সমর্থ করি না।"[৬] তিনি বলেন, সমস্ত জীবন ধরে আমি প্রেমের কথাই লেখার চেষ্টা করেছি। আমি ভালোবাসার কথা ছাড়া, মানুষ মানুষকে যে ভালোবাসে, মানুষ মানুষকে যে ভালোবাসতে পারে, এই অবস্থাটাই হচ্ছে সমাজের সবচাইতে অসাধারণ অবস্থা। কিন্তু ঠিক এইটাই ঘটে না। গোটা পৃথিবী জুড়ে যা ঘটে, যেটা চলতে থাকে, মানুষ মানুষকে

কেমন করে খুন করবে, মানুষ মানুষের মাথায় চেপে কীভাবে নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করবে, এটাই চর্চার বিষয়। কাজেই আমি কিন্তু মানুষের এই প্রবল বঞ্চনার ভিতর দিয়ে, ব্যাপক সর্বব্যাপক বঞ্চনার ভিতর দিয়ে, আমি কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাটাই পরোক্ষভাবে আমার সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে চেয়েছি।[৭]

মানুষের সাথে মানুষের যে গভীর আচ্ছেদ্য বন্ধন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে একরকম, কিংবা বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপরকে সে চায়, মানুষতার নিজের অসম্পূর্ণতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য মানুষের কাছে যায়, এই জিনিসটাই তিনি আনতে চেয়েছেন।[৮]

হাসান আজিজুল হকের মানবতাবাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের অনেকাংশে মিল থাকলেও একটি ক্ষেত্রে অমিল লক্ষ্য করা যায় আর তা হলো হাসান আজিজুল হক বস্তুবাদী আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী। এপ্রসঙ্গে হাসান বলেন, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের কল্যাণচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনা– আমার এখনো মনে হয়, সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে সুস্থ অবস্থায় মানুষ যে ভাবনাগুলো করতে পারে এগুলো তাই। আমিও তাই করি... সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যাঁরা ভেবেছেন– বহু মানুষ ভেবেছেন–সক্রেটিস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, তাদের অনেকের সাথে আমার মিল আছে। আবার মৌলিক অবস্থানগত পার্থক্যও খুব স্পষ্ট এবং পরিস্কার। কোনো দিনই আপস করবার বিষয় নাই।[৯]

সব কিছুর কেন্দ্রে মানুষ

হাসান আজিজুল হকের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ এবং মানুষের ইহজাগতিক মুক্তি। তিনি মানুষের পারলৌকিক বিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাননি। এক্ষেত্রে গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাস, কান্ট, কার্ল মার্কস ও উলিয়ামস জেমসসের সাথে হাসান আজিজুল হকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, তবে মূল কথাটা হল মানুষকেই শেষ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করি। আমি অনেকটা কান্টের মত করে এই কথাটা বলতে চাই, আমি সেই সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে মানুষকে ব্যবহার করবো মানুষের জন্য। সোজা কথায় মানুষের কোনো ব্যবহার নেই। মানুষই শেষ লক্ষ্য। মানুষ যা নিতে পারে, তা যেন সে পায়। তার জন্য সমাজ রাষ্ট্র বা সভ্যতাকে যেভাবে সাজানো দরকার সেটাই আমার স্বপ্ন।[১০]

মানুষ ধর্ম ও সবকিছুর শ্রষ্টা

হাসান আজিজুল হক মনে করেন এ জগতে যা কিছু আছে সব মানুষের সৃষ্টি, মানুষের প্রয়োজনে মানুষই তা সৃষ্টি করেছে। যদিও মানুষের এই সৃষ্টি আপেক্ষিক, ক্ষণস্থায়ী তবু মানুষ তা নিজের দরকারেই তা তৈরি করেছে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজ সংস্কৃতি, ধর্ম বিধি বিধান সবই মানুষের বিষয়। এপ্রসঙ্গে হাসান বলেন, "মানুষ সৃষ্টি করে সমাজ রাষ্ট্র শিল্প দর্শন সাহিত্য বিধিবিধান সত্য অসত্য কল্যাণ অকল্যাণ সবই। মানুষ চিরস্থায়ী নয়, তার সৃষ্টিও তা নয়, সত্য অসত্যও নয়, কল্যাণ অকল্যাণও নয়। সবই আপেক্ষিক, চলন্ত, অপসৃয়মাণ, বিনাশেয়।"[১১] এমনকি পরলোকে স্বর্গ নরক ধাতা সবই সে তৈরি করে নেয় নিজের দিকে চেয়ে।[১২]

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অসুবিধা

হাসান আজিজুল হক মানুষের তৈরী ধর্মকে একেবাড়ে উড়িয়ে দেননি বা খাটো করেও দেখেননি। কারণ মানুষের তৈরী ধর্ম একদিকে যেমন মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের কথা বলে আবার মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। তাই ধর্মে কল্যাণ বা ভালোবাসার সাথে থাকে উগ্রতা ও হিংস্রতা। এই হিংস্রতা থেকেই কখনো কখনো রক্তের খেলায় মেতে ওঠে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি। আবার ভালোবাসার সেতু বন্ধনও রচনা করে। তাই ধর্মকে একচোখে দেখে খাটো করারও বিষয় নাই। এপ্রসঙ্গে হাসান বলেন, "বড় বড় ধর্মগুলি মানুষের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রচার করে এসেছে, করুণা, ক্ষমা, ত্যাগ ইত্যাদি আদর্শ তুলে ধরেছে এবং তা করতে গিয়ে পৃথিবীর বহু মহান মানুষ যে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, এসব ছোট করার কোনো প্রশ্ন উঠে না।"[১৩]

ছোটো বড় সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বললেও সে সকল ধর্ম যখনই প্রাতিষ্ঠানিক আকার ধারন করে ঠিক তখনই তার নগ্ন রূপ প্রকাশ করে। এসকল ধর্ম আবার নিজ ধর্মের মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির বিষয়ে বেশি নিবেদিত। অনেক ক্ষেত্রে আবার অন্য ধর্মের মানুষের মুক্তির বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করে। ফলে এসকল বিষয় যখন ধর্মযুদ্ধের অবতারণা করে তখন কেবল রূঢ় রূপ প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে হাসান বলেন, প্রায় সব ধর্মই মানবতা প্রচার করেছে, প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পর প্রায় সব ধর্মই এর নগ্ন লঙ্ঘনও করেছে। মানুষের ইতিহাস প্রমাণ দেবে ধর্মহীনতার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিষ্ঠুরতা অনেক বেশি উচ্চণ্ড রূপ নিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উগ্রতা মন্দির মসজিদ গির্জাগুলিকে রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। এক একটি ধর্ম কি ভয়ানক হিংস্র ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে পারে, হিন্দুধর্ম বা ইহুদিধর্ম বা ইসলামধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন। বৌদ্ধ বা জৈন্যধর্মও বাদ যাবে না। হিশেব নিলেই দেখা যাবে উদার মানবিকতার এই সুমহান ঘোষণা প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ হয়ে নিজ ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণ এবং অন্যের প্রতি সুনির্দিষ্ট অকল্যাণ, সংকীর্ণতর হয়ে একমাত্র নিজ ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণ এবং শেষ পর্যন্ত সংকীর্ণতর হয়ে ধর্ম দখলদারদের কল্যাণে রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্মের ইতিহাস কিন্তু অনেক সত্যের সঙ্গে এই সত্যটিও তুলে ধরে।[১৪]

তবে হাসান আজিজজুল হক এও বলেন যে, "সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধে আমার এই কথা একমাত্র সত্য নয়, অবশ্যই সত্য নয়, তবে অন্নান্য বহু সত্যের মধ্যে এটাও একটা সত্য। অথচ সব ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ।"[১৫]

ধর্মনিরপেক্ষ হাসান

ধর্মের এই রূপ দেখে মার্কসবাদী হাসান নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ স্থানে রেখেছেন। এবং এইজন্য লিখে গেছেন বিস্তর। তাঁর গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ তাই ধর্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ। তিনি নিজের প্রসঙ্গে বলেন,"কেউ বলবে, আমি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান করি। কেউ বলবে, আমি সম্পূর্ণ মানবতাবাদে বিশ্বাস করি। কেউ বলবে আমি দেশপ্রেমে বিশ্বাস করি।"[১৬] তাই বলে তিনি নিজে একটুও সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা করেন না।[১৭] আবার তিনি সমাজে সবিরাজমান সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ভেদ তাও অস্বীকার করেন না।[১৮] কারণ সামাজে বিরাজমান ধর্মের বিভেদের কারণে, বৈষম্যর কারণে সমাজে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তিনি বলেন, মানুষকে ধর্ম সম্প্রদায়ে ভাগ ভাগ করে দেখার যুক্তি আমি কখনোই পাইনি। আবার এসব ভেদ ও ভিন্নতা যে রয়েছে তা আমি সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখতেও পাই। ব্যক্তিমানুষ ভীষণ বাস্তব, তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার ব্যাপার আছে, সমাজের ইতিহাসের সাথে তাকে মিলিয়ে দেখার ব্যাপার আছে। ব্যক্তির অনন্যতা এবং প্রতিনিধিত্বশীলতা আমি দেখতে পাই একই সঙ্গে কাজ করছে। মানুষকে আমার একমাত্র আগ্রহের বিষয় করে তুলতে চেয়েছি সব সময়। কিন্তু সে মানবতাবাদীদের বিমুর্ত মানুষ নয়– ধর্মে সম্প্রদায়ে ধনে সম্পদে শিক্ষায় অশিক্ষায়, শ্রমে অবসরে নানাভাবে বিভাজিত মানুষকে সুনির্দিষ্ট দেশে কালে স্থাপন করে দেখাটাকেই আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে এসেছি।[১৯]

ইহজগতেই মানুষ সুখ খোঁজে

মানুষের কল্যাণ বাইরে কোথাও মজুত নেই, তৈরি হয়ে নেই, সেটা হাতে ধরিয়ে দেবার বস্তুও নয়, তা সমাজের সুস্থ বিকাশ ও বিন্যাসের মধ্যেই নিহিত। একটু জোর দেবার জন্য বলতে চাই যে, কল্যাণ ইচ্ছা নয়, কাজ। এই কাজ বাংলাদেশে কতটা হয়েছে বা হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের কল্যাণ।[২০]

মানবিক পৃথিবী গড়তে হবে

হাসান আজিজুল হক এই পৃথিবীকে মানবিকভাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন এবং নিজেও চেষ্টা করেছেন। তিনি কাম্য একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন," কাম্য সমাজের জন্যই এই সমাজটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এবং নতুন কাম্য সমাজ গড়ে তুলতে হবে। তবেই সমাজে মানবকল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব কিন্তু কেমন করে কাম্য সমাজ গড়ে তুলতে হবে? আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যদি হয় তো ভালো। হয়েছে বলে জানা নেই। মতামতের ভিত্তিতে বিপ্লব সাধিত হয়, তাও শুনিনি।"[21] বিপ্লবী লক্ষ্য সামনে রেখে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের দুটো প্রগ্রাম থাকতে পারে। একটা হচ্ছে বিপ্লব সাধন করতে হবে। তার জন্য যা কিছু মানসিক, বৈষয়িক শক্তি নির্মাণ করা দরকার তা করতে হবে।[22] একাজটি করেছেন তাঁর লেখনির ভেতর দিয়ে। সেদিক থেকে আমি নিজে ততোটা অসন্তুষ্ট মানুষ নই।[২৩]

সমাজকে বদলাতে হবে

মানুষ যখন মানুষকে দাস হিসেবে তৈরি করে দাসের শ্রমে নিজেকে জোঁকের মতো পুষ্ট করেছে, শক্তিশালী দেশ যখন দুর্বল দেশ আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, জাতিগর্বে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বড় বড় মানবগোষ্ঠী, ধর্মের নামে পুড়িয়ে মেরেছে মানুষ, ভূস্বামী শেকলে বেঁধে রেখেছে মানুষকে তার জমিতে এই রকম কতো যে অকল্যাণের পাহাড় জমিয়ে রেখেছে ইতিহাসে, তার শেষ নেই সত্যি। কিন্তু মানুষই তো লড়েছে দাসমালিকের বিরুদ্ধে, সামন্তের বিরুদ্ধে, পুঁজি মালিকের বিরুদ্ধে। মানুষের এই সংগ্রাম অবিশ্রান্ত চলছে। ইতিহাসের আলো আর ইতিহাসের অন্ধকার পালা করে আমাদের প্রাণিত করে আর হতাশায় ডুবিয়ে দেয়, তবু মানুষ আলোর দিকেই চেয়ে থাকে। একমাত্র মানুষই তা করতে পারে, অন্য কোনো প্রাণি তা করতে পারে না।[২৪]

দান ভিক্ষা সমাজ বদলাতে পারে না

ব্যক্তিগত দয়া মায়া সহানুভূতি দান ভিক্ষা হয়তো মহৎ প্রবৃত্তি, যাঁর এসব আছে তিনি মহৎ প্রাণের আবেগ ও আনন্দ অনুভব করতে পারেন, কিন্তু তাতে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থার এতটুকু হেরফের হবার সম্বাবনা নেই। মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন, আত্মিক মঙ্গল বিধান, পারলৌকিক কর্ম নির্দেশ কিছুই বাংলাদেশের সমাজের ভিতরে অবস্থিত উৎকট শোষণমূলক ব্যবস্থার এতটুকু রদবদল ঘটাতে পারবে না।[২৫] বাংলাদেশে কল্যাণ বলতে বোঝাবে এদেশের সমাজের মৌলিক রূপান্তর নিয়ে আসা, যাতে মানুষ দয়া মায়া দান ভিক্ষার জন্য নয়, আপন অধিকার এবং আপন অবস্থানের বলেই মানুষের সব অধিকার নিয়ে সকলের সঙ্গে সমান শর্তে বাঁচতে পারে। সে কাজ শুভকামনার দ্বারা হবার নয়। হয়তো শুভকামনার তেমন দরকারও নেই। এ-দরকার জোয়ালগুলি ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া আর আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান প্রযুক্তি রাজনীতি অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজটাকে নতুন করে তৈরি করে নেওয়া। [২৬]

উপসংহার

উপসংহারে সত্যিই বলা যায় যে, হাসান আজিজুল হক একজন মানবতাবাদী। নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী মানবতাবাদী। সেকারণে তিনি তাঁর লেখায় মানুষকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মার্কসবাদী হলেও ব্যক্তির অস্তিত্বকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অস্তিত্ববাদী মানবতার পক্ষে কথা বলেছেন। কারণ অস্তিত্ববাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ইচ্ছা, এগুলো অক্ষুণ্ন থাকে। হাসান তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে মানুষকে স্থান দিয়েছেন। মানুষের ইহজাগতিক মুক্তির জন্য মতাদর্শিক শ্রেণি সংগ্রাম জারি রেখেছেন। তিনি মনে করেন মানুষের কল্যাণ এই জগতের বাইরে মজুত নেই। মানুষ নিজের প্রয়োজনে শীল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম সবকিছু নিজেই তৈরি করেছে। এমনকি স্বর্গ, নরক সবই মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করেন। হাসান মানুষে মানুষে প্রেমের কথা বলেছেন। তবে নরনারী যে প্রেম সে প্রেম নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। তিনি মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের মানবতাবাদী চিন্তা ও কাজকে কল্যাণের চোখে দেখেছেন। আবার তাদের রুঢ় চেহারা তুলে ধরেছেন। তিনি মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন এবং দান দাক্ষিণ্যের চাইতে অধিকারকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকের পাওনা মিটিয়ে দেয়াকেই কল্যাণকর মনে করেন।

---

১ হায়াৎ মাহমুদ, সম্পা., *উন্মোচিত* হাসান: হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা , পৃ. ২৫৫।
২ তদেব, পৃ.১৩৯।
৩ তদেব, পৃ.১৩৯।
৪ তদেব, পৃ.১৪০।
৫ হায়াৎ মাহমুদ, সম্পা., *উন্মোচিত* হাসান: হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা, পৃ. ৪৪।
৬ তদেব, পৃ. ১৯৩।
৭ হায়াৎ মাহমুদ, সম্পা., *উন্মোচিত* হাসান: হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা , পৃ.১৯২।
৮ তদেব, পৃ. ১৯৩।
৯ তদেব, পৃ. ১৯৪।
১০ হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধসমগ্র* ১ (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ২৮।
১১ হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধসমগ্র* ১, পৃ. ২৮। ।
১২ তদেব, পৃ. ২৮।
১৩ তদেব, পৃ. ২৮।
১৪ হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধসমগ্র* ১ . ২৮।
১৫ তদেব, পৃ. ২৮।
১৬ তদেব, পৃ. ২৮।
১৭ তদেব, পৃ. ২৮।
১৮ তদেব, পৃ. ২৮।
১৯ হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধসমগ্র* ১, পৃ. ২৮।
২০ তদেব, পৃ. ২৮।
২১ তদেব, পৃ. ২৮।
২২ তদেব, পৃ. ২৮।
২৩ তদেব, পৃ.৩১৯।
২৪ হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধসমগ্র* ১ , পৃ. ২৮।
২৫ তদেব, পৃ. ২৮।
২৬ তদেব, পৃ. ২৮।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation